প্রধানমন্ত্রীর জাপান বিষয়ের বিশেষ দূত ডঃ অস্বিনী কুমারের টোকিও সফর

ভারত ও জাপান অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুকতি সম্পাদন করার জন্য চলতি শলাপরামর্শ র অগ্রগতি ঘটিয়ে দ্রুত সমাপ্ত করার বিষয়ে প্রতিস্রুতিবদ্ধ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জাপান বিষয়ের বিশেষ দূত ডঃ অস্বিনী কুমারের সংগে টোকিওতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জাপানের বিদেশমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা প্রত্যয়ের সংগে বলেন দুই দেশের জনগণের সমর্থনে প্রস্তাবিত চুকতি দ্রুত সম্পাদিত হবে।

বিদেশমন্ত্রী কিশিদার সংগে বৈঠকে ভারত-জাপান স্ট্র্যাটেজিক এবং আর্ন্তজাতিক অংশীদারির উচ্চপর্যায়ে পর্যালোচনা করার সুযোগ এসে যায়.। যেহেতু দুই দেশ এখন জাপানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী এবং প্রধানমন্ত্রী আবের পরবর্তী পর্যায়ের সফর নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে।দুই নেতা ভারত ও জাপানের মধ্যে বহুমুখী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পর্ক গভীরতর করায় পূর্ণ সমর্থন জানান। উভয়পক্ষ একমত হন যে,ভারত ও জাপানের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা এশিয়ার করমোবর্ধমান বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। এই প্রেক্ষাপটে তাঁরা মুদ্রা বিনিময়ের (কারেন্সি সোয়াপ) ব্যবস্থাপনা ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা,দিল্লি-মুম্বাই পণ্য পরিবহণ করিডর এবং দিল্লি-মুম্বাই শিল্প করিডর প্রকল্পের করমাগত প্রগতি এবং ভারতে উচ্চগতি সম্পন্ন রেল পরিবহণ গড়া নিয়ে আলোচনার বিষয় স্বাগত জানান। নৌপরিবহণের নিরাপত্তা,জলদস্যু মোকাবিলা এবং সন্ত্রাসবিরোধি সহযোগিতা সহ দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা সহযোগিতায় অগ্রগতির প্রসঙ্গ ডঃ কুমার উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আবের সংগে সাক্ষাতের পরে ডঃ কুমার টোকিওতে উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধিলের সংগে করমাগত বার্তালাপ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গ হিসাবে ‘ডিয়েটে’র বিদেশমন্ত্রকের কমিটির চেয়ারম্যান কাৎসুইুকি কাওয়াইয়ের নেতৃত্বে এক জাপানি সংসদীয় দলের সংগে বৈঠক করেন। এই সংসদীয় দলটি ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে যখন দিল্লি সফর করেন তখন ডঃ অস্বিনী কুমার তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। দিল্লি থাকাকালীন তাঁদের জন্য ব্যবস্থাদির ভুয়সী প্রশংসা করেন। ঐ দলটি দিল্লি ছাড়া মুম্বাই ও বাঙ্গালোর সফর করেছিলেন। এবং বলেন ঐ সফর তাঁদের কাছে স্মরণীয় শিক্ষণীয় হয়ে আছে। ডঃ কুমার তাঁদের কাছে জাপানি কোম্পানিগুলির

আরো বেশি করে গতিশীল ভারতের বাজারে প্রবেশের উপর বিশেষ গুরূত্ব দেন এবং বিশেষ করে ডিএফসি ও ডিএমআইসি প্রকল্পর সুযোগ গ্রহণ করে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আরো নিবিড়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে আর্জি জানান। এই প্রেক্ষাপটে উভয় পক্ষ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুকতি দ্রূত সম্পাদন করার বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। এতে একে অপরের দেশে কর্মরত জাপান ও ভারতীয় কোম্পানিগুলি উপকৃত হবে।

ডঃ অস্বিনী কুমার আজ তিনদিনের টোকিও সফর সমাপ্ত করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসাবে নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করছিলেন ,যাতে দুই দেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের করমাগত বিনিময় চলতে থাকে এবং জাপান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী এবং প্রধানমন্ত্রী আবের সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিনেল।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩